খেয়া

স্থাপিত - ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯ রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬
সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় '৮৫
পত্রিকা সম্পাদক সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2017-2019 • Vol 08 • Issue 6 • 15 June 2019 • Price Rs. 2.00 •

৫জুন - বিশ্বপরিবেশ দিবসে বনোমহোৎসব

৫জুন বিশ্বপরিবেশ দিবসে আমরা জগদ্বন্ধুর প্রাক্তনীরা স্কুল চত্বরে বৃক্ষরোপণ করলাম। বেশ কিছু গাছের চারা আমরা স্কুলের সামনের বাগানে, মাঠের ধারে এবং ওয়ার্কশপের ধার ধরে রোপণ করি। কিছু পুরনো গাছের পরিচর্যাও একই সঙ্গে করা হয়। সংগঠনের সভাপতি সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রথম বৃক্ষটি মাটিতে পুঁতে এবং জলদান করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। এরপর অ্যালমনির পক্ষে দেবদীপ দে ('৮৭), সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় ('৮৫), ত্রিলোকেশ কুণ্ডু ('৮৭), সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ('৮৪), সুমিত মিত্র ('৮৫) গাছ পোঁতা, সার ও জলদানে অংশগ্রহণ করে।

স্কুলের সামনের সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু করল অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

জুন মাসের প্রথমেই অ্যালমনি হাত দিল বিদ্যালয়ের সম্মুখভাগের সৌন্দর্যায়নের কাজে। বহু আকাঙ্ক্ষিত এই প্রকল্পের মধ্যে বিদ্যালয়ের সামনের দিকে জলজমা, পয়ঃপ্রণালীর সমস্যা যেমন আছে, তেমনি শীতে ও গ্রীষ্মের ধুলো- সমস্যার নিরসনের দাওয়াইও আছে। সামনের গেট থেকে পিছনের গেট পর্যন্ত পেভার ব্লক দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়াই মূল সৌন্দর্যায়নের দিক। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় গালিপিট করে জমা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আমরা করছি। এই প্রকল্পের আহ্বায়ক দেবদীপ দে ('৮৭)-র আশা জুনের শেষে বা জুলাইয়ের প্রথমেই এই কাজটি সম্পন্ন করা হয়তো সম্ভব হবে।

ইতোমধ্যেই আমরা স্কুলের পিছনের দিকে মাঠটি মাটি ফেলে উঁচু করে, তাতে ঘাসের চারা রোপণ করে, মাঠের পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা এবং চারধার বেড়ে পেভার ব্লকের রাস্তা করে দিয়েছি। এরপর সামনের ভাগের এই অভূতপূর্ব সৌন্দর্যায়ন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনকে নিশ্চয়ই গর্বিত করবে। বিদ্যালয়ের প্রতি এটা আমাদের আরেকটি ভালোবাসার অর্ঘ্য।

শতবর্ষের পথে

আর্য মুখোপাধ্যায়কে যেমন দেখেছি ও জেনেছি - এক ঝলক

দেবপ্রসন্ন সিংহ (১৯৬৭)

দিনটি ছিল সম্প্রতি এক রবিবার – ৭ এপ্রিল ২০১৯, সময় বিকাল সাড়ে পাঁচটা। টেগোর পার্কে G-2র দোতলা। বন্ধু রজনী মুখার্জী, জগদ্বন্ধু ১৯৬৮, উপরে নিয়ে গেল, একতলায় রজনীর স্ত্রী বল্লরীর সঙ্গেও কথা হল, অনেকদিন বাদে, পরিবার পুরনো স্কুল কথা যাওয়া আসা নিয়ে; বল্লরী প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্যের কন্যা। রজনী জগদ্বন্ধু অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের গোড়া থেকেই যুক্ত, প্রথম দিকে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে, কয়েক বছর পর তাকে রোটারীতে বিবিধ সক্রিয়/কর্মব্যস্ততা ও উন্নত পদ, তার কর্মক্ষেত্র ছাড়াও, ব্যস্ত রাখে। আমি ও আমরা তাকে ফিরে ফিরে পাই। কর্নফিল্ড রোডের গলিতে পুরনো বাড়ি ছেড়ে তার নতুন আস্তানায় আমার এই প্রথম যাওয়া। কিন্তু তার কাছে তো এইদিন যাওয়া নয়, কথা বলতে যাওয়া তারই পিতা আর্য মুখোপাধ্যায় (ইংরেজিতে Mukerji)'র সঙ্গে। স্কুলের ছাত্র - পিতাপুত্র দুজনেই। দোতলার বাঁদিকের ঘরে বিশেষ চেয়ারে বসে। হাত তুলে নমস্কার করলেন -- আমাদের প্রথম দেখা। কিছুদিন আগে স্কুলের সমীরেন্দুদা ও সুধীদা এসেছিলেন। তাঁরাই বললেন, উনি এখন সতেজ, alert। তাকালেন সরাসরি, গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, পুত্র রজনীর মতই দাড়ি, পরণে নীল চেক শার্ট ও লুঙ্গি। আমি বসলাম মুখোমুখি। রজনী একটু দূরে বসে।

প্রাক্তনী আর্য মুখোপাধ্যায় (১৯৩৮)।
সঙ্গে পুত্র রজনী মুখোপাধ্যায় (১৯৬৮ প্রাক্তনী)।

শুরুতেই প্রসঙ্গ এল - ১৯৩৫-র নির্মলদার (নির্মলকুমার রায়) কথা। আর্য মুখোপাধ্যায়কে আমি এই সাক্ষাৎকারে 'আর্যদা' বলতে পারলাম না, কয়েকবার 'স্যার' বললাম, তিনিও বাদানুবাদে আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করে গেলেন। জন্ম ১৭ অক্টোবর, ১৯২২। বয়স ৯৭। জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনে ভর্তি হয়েছেন ১৯৩৬ সালে, পাশ করেছেন ১৯৩৮ সালে। স্মৃতি যথেষ্ট অটুট। একটি বড় খাতায়, তাঁর জীবনী – My Memoirs – শুরু করেছিলেন ২০১২র ডিসেম্বরে, টানা দু'বছর লিখে গেছেন, যেখানে গিয়েছিলেন, তার ছবিও এঁকেছেন, ২০১৪র পর আর লেখা মূলত শারীরিক কারণেই টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না, এমনকি অনুলিখনের প্রচেষ্টাও সফল হল না। তবু পাশে রয়েছিল সেই খাতা, সেখান থেকেই কখনো তথ্য তুলে ধরে বললেন, এই লিখে রাখার জন্য ঠিক বলতে পারছি। বাংলা - ইংরেজিতে মেশানো এই কথাবার্তায় আমি জানতে চেষ্টা করলাম সেই স্কুল সময় ও তার ইতিবৃত্ত। খুব কম বয়সেই বাবাকে হারিয়েছেন, কাকা মানুষ করেছেন, আর এক ছোট ভাইকেও। তিনি লন্ডনে পড়াশুনো শেষে ডাক্তার হয়ে বিদেশেই রয়ে যান। দু-একটা মিশনারী স্কুলে পড়ার পর একটু উঁচু ক্লাশেই বাংলা মাধ্যম জগদ্বন্ধু স্কুলে আর্য মুখোপাধ্যায় পড়তে আসেন। বাড়ীতে যা চল ছিল, বা বিদেশ ফেরতা হিসেবে, তিনি স্কুলে আসতেন খাকি হাফপ্যান্ট পরে, যা স্কুল ইউনিফর্ম হয়ে যায়। তাঁকে নতুন পেয়ে ঐ সময়ে জগদ্বন্ধু স্কুলে অন্য ছাত্রদের কাছে ragging এ পড়তে

পরপৃষ্ঠায় ...

হয়েছিল। তাঁর বিশেষ বন্ধু হিতেন দত্ত, তাঁকে ঐ কাণ্ড থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন। হিতেন দত্ত ছিলেন তাঁর বহুদিনের একমাত্র স্কুল বন্ধু, তাঁর 'great soul' এখনো মনে রাখেন। পরে অনেক বন্ধু পেয়েছেন, কিন্তু প্রয়াত হিতেনের মত কেউ নয়; হিতেন বক্সিং চ্যাম্পিয়নও ছিল। শিক্ষকদের কথা তাঁর বেশি মনে নেই। কিন্তু পড়ানোয় তাঁরা যে যথেষ্টভাবে সব ছাত্রদের মনোযোগ দিতেন, তা মনে আছে, এমনকি তখনকার শাসনে রুলারের ব্যবহারও। আর্য পড়াশুনা যে সারা বছর করতেন, তাও নয়, খেলাধুলো গল্প কথাতেই ছোটবেলা কাটত। পরীক্ষার সময় এলে অংক ইংরেজি অন্যান্য বিষয় বাড়িতেই পড়তেন, গুরুজনদের সামনে, আর তাতেই পরীক্ষা দেওয়া ও পাশ। কাকার দেওয়া সাইকেলে করে স্কুলে আসতেন, সেন্ট লরেন্স স্কুলের সামনের বাড়ি থেকে, সঙ্গে একজন escort থাকত। মনে আছে, V-VIII এর টানা একটা অঙ্কের বই ছিল, বসে বসে অঙ্ক করে যেতেন। উত্তর-স্কুল পর্যায়ে আই এস সি, বি এস সি প্রথাগত কোনোদিকেই তাঁর শিক্ষা এ দেশে সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা বা পাশের দিকে পৌঁছয়নি। বিবিধ আকর্ষণে এবং বলা যেতে পারে, ঝুঁকিতে বা অ্যাডভেঞ্চারে, অন্য অজানা দিকে জ্ঞান ও হাতেকলমে ব্যবহার আহরণে। তিনি পড়তে ভালবাসতেন এবং বহুভাবে একাকী থেকে, বিভিন্ন পরিবেশে, পরে গেছেন বহু বই, বহু কাহিনী, যা তাঁর মনকে আজও সচল করে রেখেছে; আজকের টিভি সিরিয়াল বা অন্য ছায়াছবি নয়, সংবাদপত্র ছাড়াও নিয়মিত দেখতে চান সিনড্রেলার ডিভিডি বা কোনো রোমান্টিক প্রেমকাহিনীর উপাখ্যান। তাঁর কাকা পড়ানোয় পাঠিয়ে ছিলেন কার্শিয়াং এর মিশনারী স্কুলে, পরে কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে ও পড়া ছাড়াও অন্য আকর্ষণে। ১৮ বছর বয়সে তিনি স্থির করলেন যে কাকার দেওয়া সাইকেলে চেপে কলকাতা থেকে প্রথমে দিল্লি যাবেন, পরে বোম্বে। সে কাহিনীও সুন্দরভাবে বললেন; একা বেরোলেন, জগতকে দেখলেন, পেলেন বহু লোকের সাহচর্য ও আতিথেয়তা। নিজে রান্না করতে চাইলেন, সকল উপকরণ নিয়ে, সহৃদয় লোকেরা এসে তাঁকে রান্না করে খাওয়ালেন। নৈনিতাল স্টেশনে সাইকেল রেখে আবার যাওয়া, সেখানে এক সিনেমা হলে অনেকটা চাপেই বৃটিশ সৈনিকদের সংগে সিনেমা দেখা, পরে মিশেও গেলেন তাদের সঙ্গে, বিশেষ করে একটু বড় ২২ বছরের এক ব্রিটিশ সৈনিকের সঙ্গে বন্ধুত্বও গড়ে উঠল। দিল্লি যেতেই সময় লেগে গেল তিন মাস। কাকা বললো, আর বোম্বে গিয়ে কাজ নেই, বাড়ি ফিরে এস। কলেজ পড়া, কিন্তু আবার ছুট। তিনি গ্রামে যাবেন এবং চাষ কীভাবে হয় তা সরেজমিনে নিজের চোখে দেখবেন। গেলেনও এবং সেখানে থাকতে থাকতে তাঁর কৃষিবিদ্যালয়ে আরো আগ্রহ ও জ্ঞান বাড়ল। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন, কিন্তু একবার ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে তাঁকে স্থায়ীভাবে ফিরতে হল। কাকা বন্দোবস্ত করে দিলেন, বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানীতে যন্ত্রপাতির কাজে শিক্ষানবিশ হিসেবে, সেই কাজশেখা পরে খুবই কাজে লেগেছিল। কাজ করার জায়গায় স্কুল ছিল, সেখানে পাঁচ বছরের বিবিধ পাঠ্যক্রম চালু ছিল, তাতে তিনি লক্ষ্য করলেন, পড়াতে পড়াতেই, যে তাদের মধ্যে কোনো সমন্বয় বা coordination নেই, তিনি তার সুরাহাও করে ফেললেন সবাইকে ডেকে, উদ্দেশ্য, সামঞ্জস্য ও মিল বুঝিয়ে। এরপর স্থির হল, তিনি ব্রিটেনের 'ফ্যারাডে হাউস' এ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাবেন। তখন তার ২২ বছর, একটু বেশি বয়স। তাই ভর্তির জন্য তাঁকে এক পরীক্ষা দিতে হল, প্রথম হলেন। বিলেতে গিয়ে ভর্তি হয়ে দেখলেন তাঁর পড়া চারটি টার্মে বিভক্ত। তাঁর বার্ণে কাজ করার সুবাদে প্রথম দুটি টার্ম মঞ্জুর হয়ে গেল। তখনকার সময়ে বেশ কয়েকজন পাঠ্যদরদী অথচ কর্মবিমুখদের মতনই, তিনি এইভাবে প্রথাবহির্ভূত পড়াশোনাতে নিজেকে ব্যাপৃত করে নিজেকে আগে তৈরি ও পরে পরিণত করেছেন। এই পড়াশুনা এতটাই ব্যাপ্ত ছিল, মার্ক্স-অ্যাঙ্গেলসদের বই পড়ে তিনি কমিউনিস্ট ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হলেন। এই সময় এক গুজরাটি মহিলার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি খুবই মজা করে বলেন, যখন বিয়ের প্রস্তাব দেবেন, তখন তিনি পাঠান্তে কর্মসূত্রে ফ্রান্সে; তাঁর তখন অনেকদিনের বিরাট লম্বা দাড়ি কাটতে বাধ্য হলেন ফ্রান্সের 'Barber' এর কাছে, ভাবী স্ত্রীও সেই কথাই বললেন, সেই ছবি পাঠানো হল কলকাতায় তাঁদের পরিবারের আত্মীয়ের কাছে বিবাহের অনুমোদনের জন্য। বিবাহ বিদেশেই; রজনীর জন্মের বেশ কিছুদিন আগে তাঁরা স্থির করেন, স্বাধীন ভারতেই পুত্র জন্মাবে। দেশে এসে যোগদান করেন উইলিয়ামস ও জ্যাকস কোম্পানীতে। তাঁর এক বাসনা ছিল, বাঁকুড়ায় গ্রামে অনুর্বর জমি যথেষ্ট কিনে, সেগুলি চাষযোগ্য জমি করে তুলবেন। এটা মাথায় রেখেই পুত্র রজনীকে এলাহাবাদের এগ্রিকালচারাল ইনসটিটিউটে এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পাঠান। পড়াশোনা শেষ হল, দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম এক অন্য শাসনে অন্যভাবে কৃষকদের নিজেদের দায়দায়িত্বে জমি বন্টন ব্যবহারে তৈরি হয়ে পড়ছে। অগত্যা রজনী পরে মেকানিকাল যন্ত্রপাতির বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর পরের কাহিনী দীর্ঘ, গোপনীয়ও বটে, স্ত্রী ইতিমধ্যেই প্রয়াত, 'My Memoirs' একটি বড় খাতায় লেখা, হয়তো তা একদিন প্রকাশ পাবে। নিয়ন্ত্রিত খাওয়াদাওয়া, ঘুম, পড়াশুনা এমনকি পরিবারকে সময় দেওয়া, কোথাও যান না।

আমি এই দেড়ঘন্টার সাক্ষাৎকারে তাঁকে আরো প্রশ্ন করতে পারতাম, তাঁর বয়সের কথা মনে হচ্ছিল, বাথরুমেও পুত্র একবার নিয়ে গেল। তবু অভিভূত হলাম, যতটুকু জানলাম, গর্বিত হলাম এক স্কুল ছাত্রের জীবনকাহিনী সম্পূর্ণ না হলেও, এক ঝলক। তাঁকে প্রশ্ন ছিল, এই আধুনিকতা কেমন লাগছে, সেই সময় থেকে এত বছর এত বৈচিত্র্য দেখেছেন, তিনি উত্তরে তাঁর ঐ খাতায় লেখা বড় হরফে একটি উদ্ধৃতি দেখালেন, যেটি তাঁর অনুমতিতে প্রকাশ করলাম Live a good honourable life, then when get older and think back, you will get to enjoy it a second time.

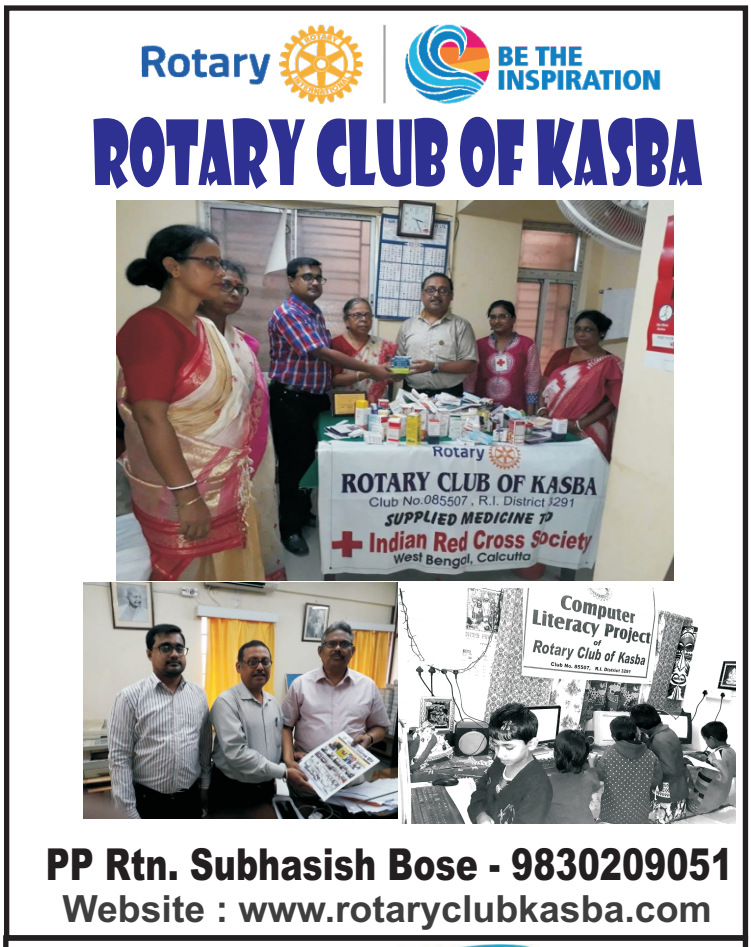

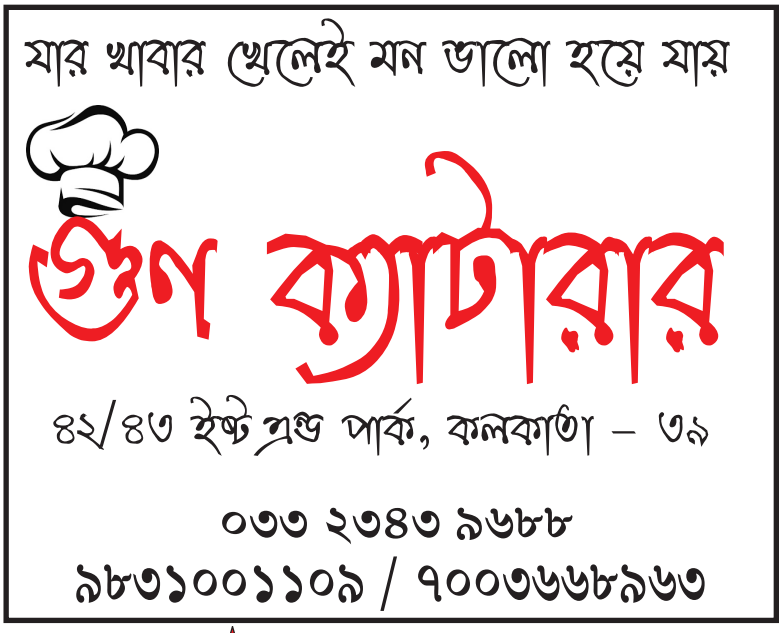

মহেন্দ্র লাল দত্ত®
mld®
MOHENDRA LAL DUTT
A TRADITION OF TRUST
SINCE: 1882
47/3B, GARIAHAT ROAD,
KOLKATA-700019
Phone: 033 24631168
(M) 9830174960 / 9903731550
website: www.mldumbrella.com

Rotary | BE THE INSPIRATION
ROTARY CLUB OF KASBA

PP Rtn. Subhasish Bose - 9830209051
Website : www.rotaryclubkasba.com

যার খাবার খেলেই মন ভালো হয়ে যায়
গ্রীণ ক্যাটারার
৪২/৪৩ ইষ্ট এণ্ড পার্ক, কলকাতা – ৩৯
০৩৩ ২৩৪৩ ৯৬৮৮
৯৮৩১০০১১০৯ / ৭০০৩৬৬৮৯৬৩

ভ্রম সংশোধন ঃ

জ্যোতিভূষণ চাকী ছাত্রবন্ধু প্রকল্পে যাঁরা অর্থসাহায্য করেছেন
রাজপ্রতিম চক্রবর্তীও (১৯৮৮)
(এটা আগের খেয়ায় ভুলবশত ছাপা হয়নি)

Modicare থেকে আপনারা আপনাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনাকাটা করলে আপনি কী কী পেতে পারেন জেনে নিন।

- সারাজীবন ধরে 20% পর্যন্ত গ্যারান্টেড ডিসকাউন্ট।
- গুণমান অপছন্দে 100% দাম ফেরতযোগ্য।
- 7-22% পর্যন্ত প্রত্যেক মাসে ক্যাশব্যাক।
- বিভিন্ন অফার থেকে আপনি সারা মাসে 65% পর্যন্ত ছাড় পেতে পারেন।
- বছরে 15,000 টাকা পর্যন্ত ফ্রি প্রডাক্ট পেতে পারেন অফার ছাড়াই
- ফ্রিতে **দেশ-বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ** পেতে পারেন।
- ফ্রিতে আপনার **পছন্দের গাড়ি**ও অর্জন করতে পারেন।
- ফ্রিতে অর্জন করতে পারেন আপনার নিজস্ব **পছন্দের বাড়ি**ও।

FREE REGISTRATION

এছাড়া Modicare এর Business Plan ও 500 র বেশি Innovative Products এর মাধ্যমে ফুল / পার্ট টাইম ক্যারিয়ার তৈরি করে মাসে প্রচুর উপার্জন করতে পারেন।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন ঃ-
রাজপ্রতিম চক্রবর্তী, সিনিয়র ডিরেক্টর
মোবাইল ঃ 7980403205 / 8583943440
Modicare

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019.
Publisher's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.